R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২১শে সেপটেমবর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জাফরগঞ্জ হাটে সমাজবিরোধী সক্রিয়, লক্ষ্য পথচারীও

বিশেষ প্রতিনিধি : ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে মালবাহী মোটর ট্রাকই যে শুধু লক্ষ্য সমাজবিরোধীদের তা নয়, কুল ছাপিয়ে রাতবিরেতে বর্তমানে পথচারী, রাতের আশ্রয় প্রার্থী আক্রান্ত হচ্ছে পুরোদমে। জানালেও কোন কাজ হয় না, হলেও ওই গয়ংগচ্ছ গোছের। আবার উলটো ফলও ঘাড়ে পড়ে যাবার অপবাদে এই সব অভিযোগ পুলিশের গোচরে অনেকেই আনছে না। অথচ রকমারি এই সব কলঙ্কজনক সংবাদ আমাদের দফতরে পৌঁছচ্ছে।

সম্প্রতি দুটি ঘটনা গোচরে এসেছে ফরাক্কা থেকে। ফরাক্কা থানা এলাকার ৩৪নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া জাফরগঞ্জ হাটের স্থানটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজবিরোধীদের রাতের কুকর্মের কলঙ্কজনক আড্ডা। মালদহের দু'জন মাছের পোনা ক্রেতা রাতের বেলায় হাটে আফায় মাছ রেখে বিশ্রাম নেবার সময় আক্রান্ত হয়। কোন রকমে আহত হয়ে গ্রামের এক বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে যাওয়ায় বেঁচে যায় প্রাণে আর টাকায়। আর এক রাতে এক স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় দলবদ্ধভাবে। স্ত্রীলোকটি বহিরাগত এবং আশ্রয়হীনা অবস্থায় অত্যধিক পায়খানা করার ফলে দুর্বল অবস্থায় হাটের এক কুঁড়েতে আশ্রয় নিলে তার ললাটে জীবনের কলঙ্কজনক অধ্যায় লিপিবদ্ধ হয়। তার আর্ত চিৎকারে কেউই ছুটে আসেনি। আসবে কি করে? ট্রাক কেটে মাল ফেলার এক নম্বর ঘাঁটি ওটা। ফাঁকা জায়গা, তাতে বাঁক। শ্মশান কালির থান, আম্রকুঞ্জ প্রভৃতি। অন্ধকার হলেই এক বিভীষিকা-ময় রাজত্বের অভ্যুত্থান ঘটে নিত্য। ঘর থেকে বেরুলেই সমাজবিরোধীদের দলবদ্ধ আক্রমণ। ফলং ছত্রভঙ্গ। জাফরগঞ্জ, আলিনগর, ঘোলাকান্দী, নিশ্চিন্তপুর, সমশপুর, ইমামনগর প্রভৃতি গ্রামের নবীন-প্রবীণ সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা ওটা। পুলিশ নেই? অনেকের প্রশ্ন। হ্যাঁ, আছে। একটি, দুটি, .. অনেক। তবে···? এর উত্তর পুলিশ বিভাগেই দিতে পারে। এস্থলে সাধারণের 'কমেন্ট' নিষিদ্ধ। তবে পুলিশের গাড়ী ছুটোছুটি করে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে, শোনা যায়। বেশী লিখলে মনোবল ভাঙ্গার সহায়ক বলে অভিযোগ উঠতে পারে তো?

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজ গ্রন্থাগারে আসল দামের চেয়ে বেশী দামে বই কেনার অভিযোগ

জঙ্গিপুর, ২১ সেপ্টেম্বর—জঙ্গিপুর কলেজ গ্রন্থাগারে মূল্য তালিকার আসল দামের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে প্রচুর বই কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে এ নিয়ে জোর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং বাক্-বিতণ্ডার ঘটনাও ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আরো খবর পাওয়া গিয়েছে, বিনা টেণ্ডারে সম্প্রতি কলেজ কেমেষ্ট্রি ল্যাবরেটরীর জন্য বহরমপুরের একটি সংস্থা থেকে প্রায় ১০ হাজার টাকার কেমিক্যালস্ কেনা হয়েছে। প্রকাশ, সংস্থাটি আনঅফিসিয়ালি তিনটি সংস্থার কোটেশন দিয়েছিলেন, যার মধ্যে দুটি সংস্থার সঙ্গে কলেজের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং অনুসন্ধানের জন্য চিঠি দেওয়া হলে একটি চিঠি কলেজে ফেরত চলে আসে। কলেজে এই নিয়েও কানাঘুষা চলছে।

জঙ্গিপুর কলেজ গ্রন্থাগারে মূল্য তালিকার আসল দামের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে কেনা হয়েছে এমন কিছু বই-এর একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। বইগুলি কেনা হয়েছে খাগড়ার একটি জনপ্রিয় বই-এর দোকান থেকে :

গ্রন্থাগার বহির ক্রমিক নম্বর	বই-এর নাম	লেখকের নাম	আসল দাম	প্রদত্ত দাম
২১০৫৪	মলিউকুলার স্পেক্ট্রোস্কপি	ব্যারো	৫১.৭৫	৬৬.০০
২১০৫৬	অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি	মার্চ	৮৪.৬০	৯৬.০০
২১০৪৯ থেকে ২১০৫৩ এবং ২০০৭৬ থেকে				
২০০৮৫	ইনঅরগ্যানিক কেমেষ্ট্রি	এ কে রায়	১৮.০০	২০.০০
২০০৬৩	এ্যাটোমিক স্পেকট্রা	হোয়াইট	৫৫.৯৩	৭১.০০

পানিপাঁড়ে অধ্যক্ষ

অরঙ্গাবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর—স্থানীয় ডি এন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্যকে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বি কম পারট টু অনারস্ পরীক্ষার দিন এক নজীরবিহীন অবস্থায় পড়তে হয়। কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীদের এক সিদ্ধান্তের ফলে ওই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। খবরে প্রকাশ, ১৪ সেপ্টেম্বর সেনটার কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে পরীক্ষা গ্রহণের মাত্র ১৮/১৯ ঘণ্টা আগে অশিক্ষক কর্মচারীরা লিখিতভাবে পরীক্ষার কোন ব্যাপারে অংশ গ্রহণে অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। ফলে ১৫ সেপ্টেম্বর যথারীতি পরীক্ষা শুরু হলে অধ্যক্ষকে 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সবই একাকী করতে হয়। থানা হতে প্রশ্নপত্র আনা, পরীক্ষার ঘণ্টা দেওয়া, পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চার রেল ডাকাত ধৃত

সাগরদীঘি, ২০ সেপ্টেম্বর—১২ সেপ্টেম্বর মনিগ্রাম ষ্টেশনের কাছে ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জারে ছিনতাইয়ের অভিযোগে আজিমগঞ্জ রেল পুলিশ সাগরদীঘি থানার কড়াইয়া ও সন্তোষপুর গ্রাম থেকে চারজন রেল ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে দু'জন অতি সম্প্রতি মিসায় আটক থাকাকালীন মুক্তি লাভ করে বলে জানা গেছে। ছিনতাইকারীদের হাতে আহত চারজন রেলযাত্রী সুস্থ হয়ে উঠছেন বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে।

শাশুড়ি গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর—বোলতলা গ্রামের নুরজাহান হত্যা মামলায় পুলিশ নুরজাহানের শাশুড়ি তারিফান বিবিকে গ্রেপ্তার করেছে। নুরজাহানের মৃতদেহ একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়না তদন্ত রিপোরটে তাকে মারধোরের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তার স্বামী এখনও পলাতক। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

১৪৪ ধারা, বিক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর—শহরের ফাঁসিতলা পল্লীতে সরকারী 'খাস' জায়গায় কয়েক বছর আগে অন্যান্য কয়েকটি ক্লাবের মত অগ্নিকৌজ ক্লাব ঘর তোলে। এবার সংস্কারের কাজ শুরু করলে জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেন এবং ঘর সংস্কারে বাধা দেন গত ১৪ সেপ্টেম্বর। তারই প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের সমস্ত ক্লাব মিলিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন গত ১৬ সেপ্টেম্বর। জায়গাটি ১৯৬২ সালে সরকারে বর্তালেও দলিল অনুযায়ী 'খাস' করা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

আলোচ্য সম্পাদকীয় একটি মানবিক আবেদন। সে আবেদন মানবসেবাব্রতী লুথারান ওয়ার্লড সারভিস (জঙ্গিপুর শাখা)-এর ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট। এই সংস্থা জঙ্গিপুর মহকুমায় নানা জনহিতকর কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরে দীর্ঘদিন ধরিয়া একটি বিরাট অভাব রহিয়াছে যাহাতে সর্ব-শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ জড়িত আছে। আমরা সেই অভাবের প্রতি লুথারান ওয়ার্লড সারভিস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক সমিতি এই বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী চালু করিবার জন্য খুবই আগ্রহী। তদনুযায়ী তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতিহীনতার পরি-প্রেক্ষিতে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক সমিতি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্ল্যান ও এষ্টিমেটসহ লুথারান ওয়ার্লড সারভিস (জঙ্গিপুর শাখা)-এর ম্যানেজার মহোদয়ের নিকট মহকুমা শাসক বরাবর আবেদন করিয়াছেন। মহকুমা শাসক ও সেকেণ্ড অফিসার মহোদয়গণও এই সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল।

জঙ্গিপুর মহকুমার সদর কার্যালয়-গুলি রঘুনাথগঞ্জ শহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়াও এখানে নানা বেসরকারী অফিস রহিয়াছে। শহরের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে এবং এখনও ইহা ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু এখানে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় না থাকায় মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যত্র ছুটিতে হইতেছে। তাহাতেও বহু ঝামেলা; কোথাও ভর্তির সমস্যা এবং বাহিরে কোথাও প্রতিদিন যাতায়াতের নানা ঝুঁকি। প্রতিদিন প্রখর স্রোতা ভাগীরথী পারাপার করায় বহু অভিভাবক নিজেদের পুত্র-কন্যাদের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। ছাত্রীদের পক্ষে বাসে করিয়া দূরের স্কুলে পাঠাইয়া অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি।

আমরা জানি, রঘুনাথগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ বাবত এ পর্যন্ত কোন সরকারী গ্র্যান্ট পায় নাই। অত্যন্ত অসুবিধার মধ্য দিয়াই বর্তমান বিদ্যালয় ভবনে মাধ্যমিক শ্রেণীর কাজ চালান হইতেছে। দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য এদেশে মিশনারীদের অবদান আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রঘুনাথগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবনটি এক সময় লণ্ডন মিশনারী স্কুল ছিল। পরোপচিকীর্ষু লুথারান ওয়ার্লড সারভিস সংস্থা এখানে জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করিয়া-ছেন। রঘুনাথগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক সমিতি সেই ভরসায় এবং একান্ত প্রত্যাশায় এই সংস্থার কাছে রঘুনাথগঞ্জ শহরে শিক্ষার এক বিরাট অভাব মোচনের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরুদ্বেগে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই মানবিক আবেদনে সাড়া দিবার জন্য আমরাও লুথারান ওয়ার্লড সারভিস (জঙ্গিপুর শাখা)-এর ম্যানেজার মহোদয়ের নিকট একই অনুরোধ জানাইতেছি।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব

মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব নবাব প্রাসাদের নিজস্ব। এ উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁদেরই বহন করতে হয়। আগে যেভাবে বেড়া উৎসব পালন করা হত এখন সেভাবে হয় না। কারণ অর্থের অভাব। কথায় আছে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। মুর্শিদাবাদে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার সেই নবাবী শেষ হয়েছে সেই কবে। ১৭৫৭ সালে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের বুকে চেপে বসেছিল তারও অবসান হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। নবাবী গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ এসেছে। সাম্রাজ্যবাদ গিয়েছে, স্বাধীনতা এসেছে। এসেছে গণতন্ত্র। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক কিছুই পালটে গেছে। পালটায়নি কেবল সংস্কৃতি। এই একটি ব্যাপারে মানুষ তার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আছে। আচার-অনুষ্ঠান তার আগের মতই আছে। অর্থাভাবে জাঁকজমক হয়তো অনেক কমেছে। যেমন কমেছে বেড়া উৎসবের। আর্থিক অনটনে টানটান হয়ে এখন উৎসবের বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'হাজার টাকা। অথচ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উৎসবের বরাদ্দ ছিল ৩২ হাজার টাকা। প্রাসাদের নথীপত্রে নাকি তার প্রমাণ মেলে।

বেড়া হিন্দী শব্দ। এর অর্থ নৌকো। বড় নৌকো। অথবা কয়েকটি নৌকো নিয়ে তৈরী একটি নৌকো। পাটনাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেড়া উৎসব পালন করা হয়। মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানকার নবাবরা যেভাবে এই উৎসব পালন করে থাকেন, অন্য কোথাও তেমন হয় না। প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বেড়া উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বছরের অন্য কোন সময় না হয়ে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই উৎসব কেন হয়, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে একটু খতিয়ে দেখা যাক, মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসবের প্রচলন হয় কখন থেকে।

বেড়া শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান-দের ধর্মীয় উৎসব। যাঁর নামে মুর্শিদাবাদের নামকরণ, সেই মুর্শিদ কুলির আমল থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে এই উৎসবের পত্তন হয়েছে। ১৭০৪ থেকে ১৭২৫ সাল পর্যন্ত মুর্শিদ কুলি জাফর খান রাজত্ব করেন। ইতিহাস বলছে, বাঙলার ইতিহাসে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ নতুন উষার স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করে। ওই বছরই কামগার খানের জায়গায় বাঙলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন মুর্শিদ কুলি জাফর খান। বাঙলার ইতিহাসে তাঁর মত একনিষ্ঠ, অনুগত আর কাউকে দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁর পালিত পিতা (ইরানের মুসলমান বণিক) তাঁর নাম দেন মহঃ হাদি। পালিত পিতা মহঃ হাদিকে মুঘলদের অধীনে চাকরি পাইয়ে দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে তিনি রেভিনিউ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। সম্রাট মহঃ হাদির কাজে খুশি হয়ে তাঁকে মুর্শিদ কুলি জাফর খান উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে তিনি বাঙলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং তারও পরে বাঙলার সুবেদার হন। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙলা-বিহার-ওড়িশার নাজিম (নবাব) হন। নবাব হয়ে তিনি তাঁর রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে মকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত করেন। তিনি কাটরা মসজিদের মত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন (স্থাপিত ১৭২৩) রেখে গেছেন। প্রবর্তন করে গেছেন বেড়া উৎসব। 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল', 'হিষ্ট্রী অব মুর্শিদাবাদ মেজর ওয়ালস্' প্রভৃতি গ্রন্থে বেড়া উৎসবের উল্লেখ আছে। মীরজাফরের বংশধর সৈয়দ মহঃ রেজা আলি খান তার 'দ্য মুর্শিদাবাদ গাইড' গ্রন্থে (প্রকাশ কাল ১৯৭৫) বেড়া উৎসব সম্পর্কে ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

"This festival was first observed during the reign of Murshid Quli. It is also observed as Estate festival of Murshidabad on the last Thursday of the month of Bhadra, the Bengali year. This festival may be called 'water festival' as it is observed on water. A big platform made of bamboo and banana tree well decorated and well illuminated is called Bera. Now it is observed on the river Bhagirathi and floats from North to South on a particular date and time. This festival is participated in and enjoyed by almost all the inhabitants of Murshidabad."

মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসব প্রবর্তন সম্পর্কে কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই কাহিনী থেকে অনুমান করা হয়, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পর মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান দেখে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দিলদারের কলম ॥

'হাঁ-জি মোছলেম ভ্যাই, ডাক্তার বদলাম্নু, তাও দেখছি রুগীর হালৎ বাড়্ঢা ভাল লয়। বোধায় বাঁচবে না।' হাকিমের কাছে মোছলেম জানতে চাইল কোন্ রুগীর কথা? হাকিম এবার জানাল এই দ্যাশের খাইদ্পানির কথা। ত্যাল, নুন, জিরা, প্যাজের কথা। কংরেসী আমলে যে ত্যাল ছিল এগারো টাকা, তাতে কমরেড দোস্তরা 'ত্যালের দাম বাড়ছে কেন, জবাব দাও, জবাব দাও, আওয়াজ তুলতো। আর কংরেসীকে উল্টিয়ে কম্ দোস্তদের দাওয়াৎ দিয়ে সেই ত্যাল চোদ্দ টাকা! কংরেসীদের আমলে ত্যালের দামটাই কিছু বেড়েছিল, অন্য মশলাপাতির তেমন বাড়েনি। আর এবার বেমকা দর বেড়েই যাচ্ছে। কদ্দুরে ঠ্যাক খেবে তার কোন ঠিক ন্যাই। মোছলেম বেশ মোলায়েম এবং নীচু স্বরে জানালে যে, এখন ত্যাল আসছে জাহাজে করে বাহির থেকে তাই ত্যালের দাম বাড়ছে। দেশে ত্যাল ন্যাই এবং সে কথা নিয়ে বেশী হৈ-হল্লা করা ঠিক নয়। নাহলে বেওসায়ীরা 'বিগড়ে যেবে'। হাকিম জানাল এখন আন্দোলনে আবার নামতে 'হোয়বে'। মোছলেম জবাব দিলে 'না সে কাম ঠিক হোয়বে না। তাতে বেওসায়ীরা জানতে পারলে আরো দাম বাড়িয়ে দিবে। তাছাড়া এখন আমাদের দল এ রাজ্যের রাজা। নিজের দলের বিরুদ্ধে লড়াটা ঠিক? হাকিম সাক্ষর এবং বেশ রসিক। সে ঘটনার জের টেনে পুরনো দিনের একটি ঘটনার কথা বলে বেশ জানিয়ে দিলো মোছলেমকে। ঘটনাটি এই: বেশ কয়েক বছর আগের কথা, তখন মোরগ্রাম হয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক বানান হয়নি। লালগোলা হয়ে রাস্তা ছিল। হিরণপুর হাট থেকে পাইকারেরা গোরু কিনে বেলডাঙ্গা হাট যেতে জংগীপুর গাড়ীঘাটায় তখন গোরু পার করতো। এই রকম একদল পাইকার গোরু পার করে জঙ্গিপুরে গোরুদের 'ঠ্যাক' দিয়ে এক দোকানে বসে মাথা পিছু পুরি আধ সের করে দিতে বলে। এখানে বলা দরকার সাধারণতঃ অবাঙালীদের মধ্যে লুচিকে পুরি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু জঙ্গিপুরের দোকানদার তাদের দেয় ডাল-পুরি। এক পাইকার আর এক পাইকারকে চুপি চুপি বলছে—'হাঁ বে কোহস্ন পুরি দিতে, শালা দিয়ে দিলে দ্যালপুরি'। অন্য এক পাইকার সাবধান করে বললে, 'কোহিস না, লক করে থাক বে, লক করে থাক। দোকানদার শুনতে প্যাইলে দ্যালের দাম ধরে লিবে'।

এখানে দিলদারের জানতে আগ্রহ যে, জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছেন কেন শাসক এবং বিরোধী গোষ্ঠীগুলি? বিরোধী দলগুলি কি মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছেন? আন্দোলন কত দূরে? জনতার সেন দাদা? তিনি তো তাঁর রাজত্বকালে কাঁচাকলা ধরিয়েছিলেন। এবার আমরা কি ধরবো?

কংগ্রেস সদস্যকে 'শো-কজ'

বিশেষ সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গের গত রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে ফরাক্কা কেন্দ্র থেকে মনোনীত কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিযোগে ফরাক্কা থেকে জেলা কংগ্রেস সদস্য ওবাইদুর রহমানকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 'শো-কজ' নোটিশ দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রের এক সংবাদে প্রকাশ। আরো প্রকাশ, কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর প্রতিকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি, তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার এবং ওবাইদুর রহমানকে সহায়তার জন্য ফরাক্কা কংগ্রেসের সমস্ত সদস্যকেই একই রকম 'শো-কজ' নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এদের সংখ্যা চব্বিশ।

হাসপাতালের ডাক্তার বদলি

ধূলিয়ান, ২১ সেপটেমবর—অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ ভোলারাম সোনীকে সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে। নতুন চিকিৎসক ডাঃ প্রবীরকুমার সাহা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ডাঃ সোনীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি তদন্ত হয়।

ডিপটিউবওয়েল অচল

সাগরদীঘি ১৪ সেপ্টেম্বর—প্রায় তিন মাস ধরে এই ব্লকের পারুলিয়া ও দেবগ্রামের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে পড়ে থাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে পারুলিয়া ও সমসাবাদ গ্রামের দুটি ডিপটিউবওয়েল অচল হয়ে পড়েছে।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সীতে একজন আর্টস গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই। প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে সম্পাদক, ধর্মডাঙ্গা জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ বেওয়া (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

মুসলমানদের মধ্যে উৎসব প্রচলনের প্রেরণা জাগে। নবাব মুর্শিদ কুলি জাফর খান হিন্দুদের পুরোহিত এবং মুসলমানদের মৌলানাদের ডেকে উৎসব প্রবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি সূত্র পাওয়া যায়। দেখা যায় বহু যুগ আগে পৃথিবীতে একটা সময় এসেছিল, যখন সাত দিন ধরে অবিরাম বর্ষণের ফলে জলমগ্ন হয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছিল। পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করতেই নাকি ঈশ্বর তেমনটি করেছিলেন। শিয়া সম্প্রদায়ের এক লক্ষ ২৪ হাজার ধর্মপ্রচারকের মধ্যে 'আদম-এ-সানি' (দ্বিতীয় আদম। 'সানি' অর্থে দ্বিতীয়।) হজরত নূ বিরাট এক নৌকো নিয়ে পৃথিবীতে আসেন দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য। হজরত নূ 'তুফান-এ-নূ' নামেও পরিচিত। ঘটনাটি ঘটেছিল ভাদ্র মাসের শেষ দিকে। জল সরে যাবার পর হজরত নূ মাটিতে যেদিন পা রেখেছিলেন, সে দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার। সেই ঘটনার স্মরণে স্থির হয় মুর্শিদাবাদেও ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ভাগীরথী নদীতে বেড়া উৎসব পালন করা হবে। তাছাড়া বৃহস্পতিবারের রাত্রিকে বলা হয় জুমেরাত (অর্থাৎ শুক্রবারের আগের রাত)। সেদিক দিয়েও রাতটি পবিত্র। আর ভাদ্র মাসে নদী ভর্তি থাকে, কাজেই উৎসব পালনে কোন অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। সব মিলিয়ে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাতটি বেড়া উৎসব উদ্যাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট রাত হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং ক্রমশঃ এই উৎসব মুর্শিদাবাদের 'এষ্টেট ফাংসান' এ পরিণত হয়।

পৃথিবী ধ্বংসের অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মেও উৎসবের প্রচলন আছে। হিন্দুদের যেমন গঙ্গা-পূজো, মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের তেমনি বেড়া উৎসব। হজরত ইলিয়াস ওঁদের জলদেবতা (মুস্তাজিম-এ বহর), হজরত খিজির পৃথিবীর দেবতা (মুস্তাজিন-এ আরজ)। বেড়া উৎসবের দিন এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে সিন্নি দেন। উৎসব শুরু হয় তোপঘাট থেকে। রাত্রে মূল অনুষ্ঠানের আগে নবাব প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় থাকে হাতী এবং ব্যাণ্ড। হাতীর পিঠে থাকে সোনার প্রদীপ। আলোর রোশনাই-এ উৎসব প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়। দর্শক সমাগম ঘটে অজস্র। এক হাজার কলার গাছ দিয়ে তৈরী বিরাট ভেলাতে কাগজের তৈরী মসজিদ, নৌকো প্রভৃতি সাজিয়ে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জ্বেলে দেওয়া হয় অসংখ্য (৪০০) প্রদীপ। ভাসানো হয় বলে সকলে বলেন, বেড়া ভাসানো উৎসব। নজর (ভোগ) দেওয়া হয় সুজি, ক্ষীর, ঘি দিয়ে কড়া করে ভাজা সুজির পরোটা, কাগজের তৈরী মোরগ। আগে বাজি পোড়ানোর ধুম ছিল খুব। এখন কমে এসেছে। সিন্নি (প্রসাদ) বণ্টন করা হয়। রাত্রের উৎসব রাত্রেই শেষ হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে। মুর্শিদাবাদ শহর কলকোলাহলে মেতে ওঠে। নবাব প্রাসাদে উৎসবের পরশে প্রাণের সাড়া জাগে। স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতকে। ভাগীরথীর স্পন্দনে স্পন্দিত হয় হাজারদুয়ারীর প্রতিচ্ছবি। উৎসবের আলো-আঁধারিতে শিহরণ জাগে মুর্শিদাবাদের বুকে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে: **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়

লাখ টাকার কাপড় আটক, গ্রেপ্তার ১০২

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ সেপটেমবর—মিরজাপুরের কাছে এস এম জি আর রোডে আজ রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ একটি ট্রাক থেকে প্রায় এক লাখ টাকা দামের বিদেশী কাপড় আটক করে এবং ১০২ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিরা কুতুবপুর থেকে ওই পরিমাণ কাপড় নিয়ে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। যাত্রী ও বিদেশী কাপড় পরিবহণের দুটি পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে।

সংঘর্ষ, ক্ষতিপূরণ ঃ গত মঙ্গলবার তেঘরি হাসপাতালের কাছে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের জীপের সঙ্গে একটি ঘোড়াগাড়ির সংঘর্ষ ঘটলে ঘোড়াগাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ চাঁদা তুলে ঘোড়াগাড়ির একটি চাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ কিনে দেয়।

চুরি ঃ ধুলিয়ান শহরে পদমচাঁদ জৈন নামে এক বস্ত্রব্যবসায়ীর দোকান থেকে গত রাত্রে প্রায় ২০ হাজার টাকার কাপড় এবং গত বুধবার এক দর্জির দোকান থেকে প্রচুর কাটা কাপড় চুরি গিয়েছে বলে খবর।

চলন্ত লরি দোকানে ঃ ধুলিয়ান শহরের একটি মুদিখানার দোকানে গতকাল দুপুরে হঠাৎ একটি চলন্ত লরি ঢুকে পড়লে দোকানের দেয়াল ভেঙে পড়ে এবং দু’জন আহত হন।

পানিপাঁড়ে অধ্যক্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শীট দেওয়া—এমন কি নীচের টিউবওয়েল থেকে কলসী করে জল এনে পরীক্ষার্থীদের খাওয়ানো—সবই তিনি একাই করেন। অশিক্ষক কর্মচারীরা অধ্যক্ষকে ওই অবস্থায় দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। খবর পেয়ে অনেক অধ্যাপক কলেজে আসেন এবং তাঁরা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

চলমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ সেপটেমবর—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর গতকাল রাত্রে বিশ্বকর্মা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় শহরে চলমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। অভিনব প্রদর্শনীটি শহরের নাগরিকরা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

বাস ধর্মঘট, যাত্রী দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ সেপটেমবর—গত বুধবার বহরমপুরে বিশ্বকর্মা পূজোর চাঁদা নিয়ে একজন ট্রাকচালক প্রহৃত হওয়ার ঘটনায় বহরমপুর সাব-ডিভিসনাল মোটর ট্রানসপোরট ইউনিয়নের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কয়েকটি রুটে বাস ধর্মঘট পালন করা হয়। মালিকপক্ষ বাস চালাতে চেয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় তাঁরাও পাল্টা ধর্মঘট শুরু করেন। দুই তরফের এই ধর্মঘটের ফলে বাসযাত্রীদের ভোগান্তির একশেষ হয়েছে এই ক’দিনে। আজ দুপুর থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

ছাত্র ধর্মঘট ঃ দশ দফা দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে পি এস ইউ-র ডাকে আজ রঘুনাথগঞ্জ হাই ও গারলস্ হাই স্কুলে এবং শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

ডেপুটেশন ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ মহঃ সোহরাব এবং হাজী লুৎফল হক—এই দুই এম এল এ-র নেতৃত্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে।

মিছিল ঃ ফরাক্কায় বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গত বুধবার এন এল সি সির একটি মিছিল উপনগরী পরিক্রমা করে।

১৪৪ ধারা, বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায় না। কারণ এটা লালগোলার মহারাজার দান। এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি পরিষদ আছে। পদাধিকারবলে পরিষদের সভাপতি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত আজ এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, ‘দলিলটি পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গেলে সংশোধন করা হবে।’

বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ সেপটেমবর—শহরের গোডাউন কলোনীর একটি বাড়িতে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে লাইন টেনে চুরি করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে—পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে এই মর্মে এক অভিযোগ পেয়ে গতকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে দেখেন অভিযোগ সত্য। কারণ, ওই বাড়িতে বেআইনীভাবে বিদ্যুতের লাইন টানা হয়েছিল।

জাফরগঞ্জ হাটে সমাজবিরোধী সক্রিয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক্ষেত্রে উল্লেখ করছি যে, ট্রাকের লুঠ করা মাল ‘সামলায়’ কারা ? এবার আসুন। পাঠকদের নিয়ে যাই সেই সব দোকানে, বেচাকেনা তেমন নয় অর্থাৎ যা বিক্রয় বাণিজ্য চলে, ফুলে ফেঁপে ওঠে তার অনেক অনেক বেশী। গ্রামের দোকানীরা অনেকেই মাল থামান। বন্দোবস্ত আগে থেকেই থাকে। মাল রাতারাতি পাচার হয়ে যায় বড় বেওয়াসীদের কাছে। তাদের অর্থবল, প্রভাব এবং খুশী করার ক্ষমতা অনেক বেশী। ফলে তাদের গায়ে আঁচড লাগার আশঙ্কা তেমন থাকে না। এ বিধি চলে আসছে শুরু থেকেই। ধর-পাকড চলে পুঁচকে ব্যবসায়ী আর ট্রাক কাটিয়েদের। ট্রাক কাটিয়েদের আবার ধরবার বাবু, সাহেব এবং ভেইয়া আছে। এই সব গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যুগোপযোগী দল বা পারটি ধরা-ছাডা করেন। আদর করে অনেকে এদের দালাল বলে থাকেন। দালালদের এই পেশায় বেশ অর্থাগম হয়ে থাকে। এদেরই দৌলতে ট্রাকের চোরাই মাল ভদ্র ভাষায় ‘ব্ল্যাকের মাল’ নামে চলছে। চোরাই কথাটি প্রেসটিজে লাগার কথা।

না বললেও চলে না। পুলিশের সম্ভবতঃ ধারণা, সড়ক পথে ট্রাক কাটা চাপ দিয়ে বন্ধ করলে চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে এবং তার ফলে পুলিশ বিভাগকে নাস্তেহাল হতে হবে। তাই সড়কপথে প্রতি রাতে ট্রাক থেকে মাল নামান পর্ব বেশ জোরদার। সকলের পক্ষে যে কথাটি প্রযোজ্য সেটি হোল ‘বাপ ভালা না, ভাইয়া ভালা, সবসে ভালা রূপাইয়া’। পথিক সন্ধ্যার পর পথ চলতে আক্রান্ত হচ্ছে, এটি মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। পথিপার্শ্বে ভদ্রলোকদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলে অনেক কিছু জানা যাবে।

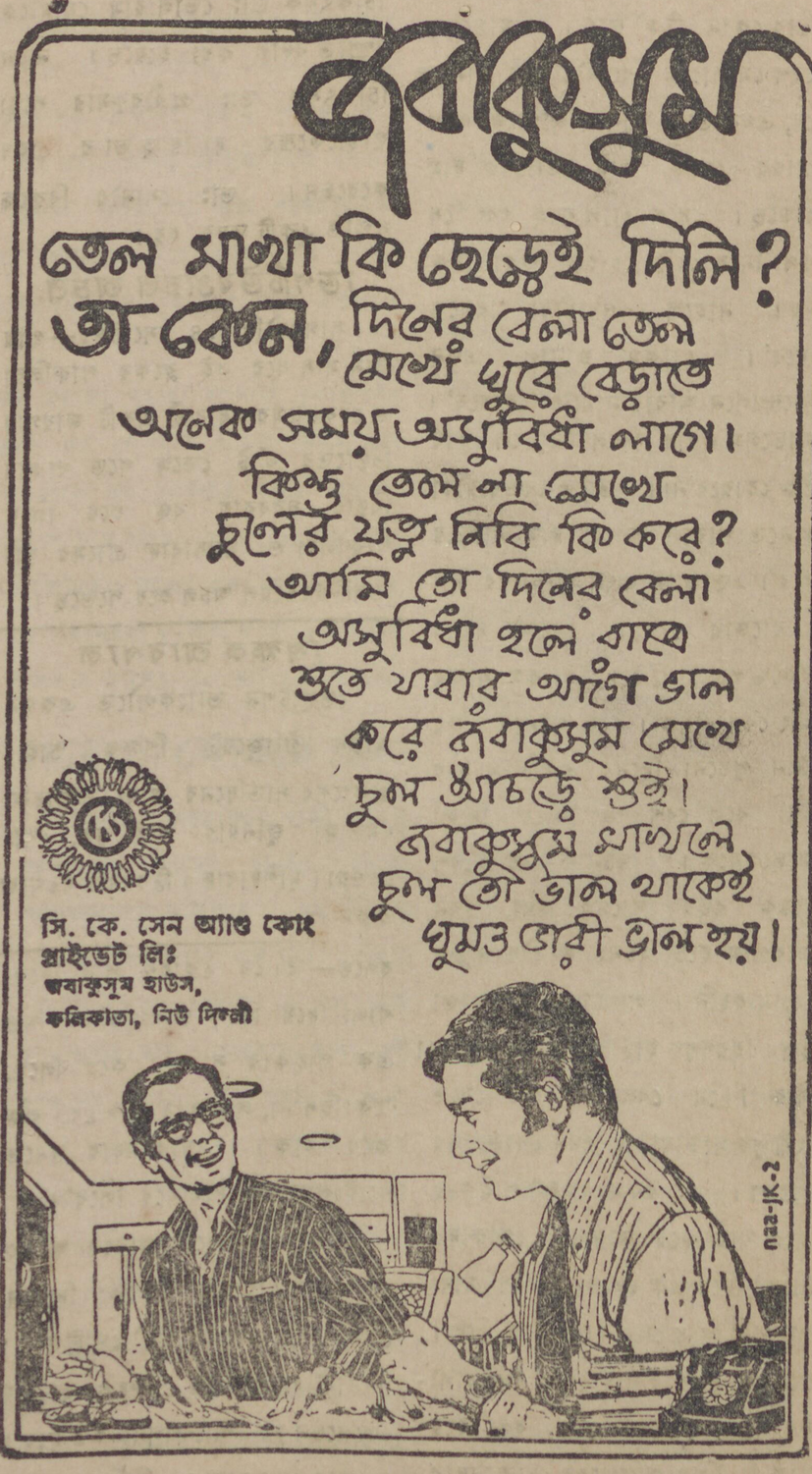

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।